সন্দেশখালিতে ইডির ওপর হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার আরও ৩, মোট ধৃত ৭

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: সন্দেশখালি কাণ্ডে নতুন করে তিন জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ফলে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭। ধৃত তিন জনকে মঙ্গলবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

ধৃতদের নাম এনামুল শেখ, আইজুল শেখ ও হাজিনুর শেখ। এনামুল ও আইজুলের বাড়ি ন্যাজাট থানার বড় আজগরা গ্রামে। হাজিনুর শেখের বাড়ি সন্দেশখালি থানার সরবেড়িয়া আগারহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের শেখ পাড়ায়। ভিডিও ফুটেজ দেখে তিন জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

তবে এই তিন অভিযুক্তের পরিবারের দাবি, তাঁদের স্বামী ও ছেলেরা ওইদিন ঘটনাস্থলে ছিল না। পরিকল্পনা করে ফাঁসানো হচ্ছে। সোমবার ন্যাজাট থানার সরবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শেখ পাড়ায় নিজের মেছোঘেরিতে রাতে পাহারায় ছিল তারা। পুলিশ গিয়ে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে সন্দেশখালিতে ইডির ওপর হামলার ঘটনায়।তিন অভিযুক্তকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৬ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

হাজি নুর শেখের স্ত্রী মারিয়া শেখের দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে তাঁর স্বামীর যোগ নেই। তারা মাছের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। মাছের ভেড়ি পাহারা দিচ্ছিল। সেই সময় তাঁর স্বামীকে তুলে আনা হয়েছে। মারিয়া বলেন, 'আমাদের কন্যা সন্তান ও একটি ছোট বাচ্চা রয়েছে। তাই নির্দোষ স্বামীকে জামিন দেওয়া হোক।' ন্যাজাট থানার বড় আজগরা গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার অন্য দু'জনের আত্মীয় হাবিবুর শেখ বলেন, 'আমার দাদা ভাইরা নির্দোষ। তারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নন। মাছ চাষ করে আমাদের জীবিকা নির্বাহ হয়। চক্রান্ত

স্ত্রীকে খুন দেহ ছয় টুকরো! পরে আত্মহত্যার চেষ্টা স্বামীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। মেয়ের বাড়ি গিয়ে তেমনটাই বলেছিলেন মধ্যমগ্রাম থানার উত্তর জোজরার বাসিন্দা নুরউদ্দিন। তবে মেয়ের সন্দেহ হয়। তা আঁচ করেই মেয়ের সঙ্গে থানায় গিয়ে স্ত্রীর নামে নিখোঁজ ডায়েরিও করেছিলেন নুরুউদ্দিন। আর সেই তদন্তেই বেরিয়ে এল কেঁচো খুঁড়তে কেউটে!

পুলিশ সূত্রে খবর, চাপে পড়ে একসময় নুরউদ্দিন স্বীকার করেছেন স্ত্রীর দেহ টুকরো টুকরো করে দেহ জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন। দেহের কিছু অংশ উদ্ধার হয়েছে। আর পুলিশের অনুমান, তদন্তে অগ্রগতির জেরে বিপদ বুঝেই নুরউদ্দিন আত্মহত্যার চেষ্টা করেন পরে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি।

জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সায়রা বানু (৪৫)। ৭ দিন পর গঙ্গানগর খাল থেকে দেহের একাংশ উদ্ধার করেছে মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ। এখনও দুটি পা, দুটি হাত ও মাথা পাওয়া যায়নি। বছর ৫৫ এর স্বামী নুরউদ্দিন মণ্ডল বর্তমানে পুলিশের তত্ত্বাবধানে বারাসাত হাসপাতালে ভর্তি।

পুলিশ জেরায় জানতে পেরেছে গত ৮ তারিখে স্ত্রী সায়রা বানুকে খুন করে নুরউদ্দিন। কয়েকদিন পরে নিখোঁজ বলে মাধ্যমগ্রাম থানায় ডায়েরি করেছিলেন তিনি। পুলিশ তদন্ত করতে গিয়ে বুঝতে পারে পাশের খালেই কুপিয়ে তাকে

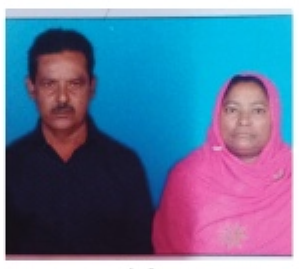

ফেলেছে নুরউদ্দিন। মধ্যমগ্রাম থানার রোহান্ডার খালের ভেতর থেকে পুলিশ ওই মৃত মহিলার দেহের অংশ উদ্ধার করেছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে।

নুরউদ্দিন মণ্ডল নজরবন্দি রয়েছেন বারাসাত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। অভিযোগ গত সোমবার রাতে মেয়ের বাড়িতে গিয়ে নুরুদ্দিন জানান স্ত্রী সায়রা বানু বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। এরপরে সন্দেহ হয় মেয়েরও। মেয়ের সন্দেহ আঁচ করেই মধ্যমগ্রাম থানার মতির পোল ফাঁড়িতে নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করে নুরুদ্দিনও। সঙ্গে ছিল তাঁদের মেয়েও।

এরপর থেকেই পুলিশ বিভিন্ন ভাবে খোঁজখবর চালাতে থাকে। পুলিশের ধারণা, রহস্য ভেদ হতে চলেছে বুঝে, ধরা পড়ার ভয়ে ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন নুরউদ্দিন। হাসপাতলে ভর্তি করে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সমস্ত ঘটনা স্বীকার করে।

তবে মৃতদেহ কোথায় ফেলেছে তা নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে নুরউদ্দিন। এরপরে নুরুউদ্দিন তার ছোট ছেলেকে ডেকে আইনজীবীর কাছে সমস্ত কথা স্বীকার করে। মতিরখালে নৌকো নিয়ে খোঁজ শুরু করলে বস্তাবন্দী দেহ উদ্ধার হয় সায়রা বেনুর। ৬ টুকরো করে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় এমনটাই পুলিশ সূত্রে খবর। শুধুমাত্র গলা থেকে কোমর পর্যন্ত দেহাংশ পাওয়া গেল মাথা হাত পা এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে পরিবারের সদস্যরা উপযুক্ত শাস্তির দাবিও জানিয়েছে। গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ।

যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মঙ্গলবার সকালে একটি পিকআপ ভ্যান ও বাইকের সংঘর্ষে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শালবনি থানার ভাতমোড় - ভাদুতলা রাজ্য সড়কের জাড়া এলাকায়। মৃত বাইক চালকের নাম অজিত মাহাতো (৩০)। বাড়ি শালবনি থানারই চাঁইপুর গ্রামে। পেশায় রাঁধুনি ওই যুবক সকাল ৮টা নাগাদ ভাতমোড় থেকে বাইকে করে ভাদুতলার দিকে যাচ্ছিলেন। উলটো দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে তাঁর বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। বাইক সহ ছিটকে পড়েন অজিত।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: মঙ্গলবার সকালে বনগাঁ ছয়ঘড়িয়া সেন্ট জোসেফ স্কুলে ছেলেকে দিয়ে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন বনগাঁ শিমুলতলার বাসিন্দা সৌমেন পাল ও শ্রাবণী পাল। সেই সময় ছয়ঘড়িয়া এলাকায় যশোর রোডের ওপরে পিছন থেকে আসা লরি পিষে দিল স্ত্রী শ্রাবণী পালকে, গুরুতর আহত অবস্থায় বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি স্বামী সৌমেন পাল। এই ঘটনা নিয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী মাছের মেলাকে ঘিরে সরগরম হুগলির দেবানন্দপুর এলাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: প্রত্যেক বারের মতো এবছরেও মাছের মেলাকে ঘিরে সরগরম হয়ে উঠেছে হুগলি জেলার আদিসপ্তগ্রাম দেবানন্দপুর এলাকার কৃষ্ণপুর অঞ্চল। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘ ৫১৭ বছর আগে শ্রীমত রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ঘরে ফেরাকে ঘিরে কৃষ্ণপুরে উত্তরায়ন নামে এই উৎসবের সূচনা হয়। এখানে এদিন দিনভোর নাম সংকীর্তনের

পাশাপাশি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এক বিরাট মেলাও বসে। তবে এই মেলায় জিলিপি, পাপড় ভাজা, নাগর দোলনার থেকে মাছের আকর্ষণ বেশি বলাই বাহুল্য। নিয়ম মেনেই প্রতি বছর পয়লা মাঘ এখানে হরেক মাছ বিক্রি হওয়ার সুবাদে সাধারণ মানুষের কাছে এই মেলা ক্রমেই 'মাছের মেলা' হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেছে। জানা যায় এই এলাকায় একসময় জমিদার ছিলেন গোবর্ধন মজুমদার। তাঁর একমাত্র সন্তান রঘুনাথ দাস পরবর্তীকালে উপাধি পেয়ে রঘুনাথ দাস গোস্বামী হয়ে ওঠেন। তিনি মাত্র ১৫ বছর বয়সে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য পুরীধামে যাত্রা করেন। মহাপ্রভু চৈতন্যের পারিষদ নিত্যানন্দের কাছে দীক্ষা নেবেন বলে পানিহাটিতে তাঁর কাছে যান রঘুনাথ। তাঁর বয়স তখন মাত্র ১৫ বছর হওয়ায় তাঁকে দীক্ষা দেননি নিত্যানন্দ। তবে ছোট্ট রঘুনাথের ভক্তির পরীক্ষা নেন তিনি। সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বাড়ি ফিরে যেতে বলেন। বাড়ি ফেরে রঘুনাথ। এই মাছ-মেলার সূত্রপাত হয় রঘুনাথ দাস গোস্বামী বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের পরেই। দীর্ঘ ৯ মাস পরে রঘুনাথ বাড়ি ফিরলে জমিদারের কাছে স্থানীয়রা কাঁচা আমের টক ও ইলিশ মাছ খাওয়ার আবদার করেছিলেন। শীতকালেও প্রজাদের সে আবদার রাখেন গোবর্ধন গোস্বামী। তারপর থেকেই পাঁচশো বছর ধরে পয়লা মাঘ কেষ্টপুরে এই মাছের মেলা হয়ে আসছে। সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু হওয়ার দিন মেলা হয় বলে এই মেলার নাম উত্তরায়ণ মেলা হলেও কেষ্টপুরের মানুষের কাছে এটি মাছের মেলা নামে পরিচিত। ৫০ গ্রাম থেকে শুরু হয়ে ৫০ কেজি বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন ধরনের মাছ নিয়ে হাজির হন মাছ ব্যবসায়ীরা। এ বার ৩৪ কেজি ওজনের একটি বাগার মাছ সকলের নজর কেড়েছে। লাভ লোকসান যাই হোক না কেনো এক দিনের এই মেলায় জেলা তথা জেলার বাইরের মৎস্য ব্যবসায়ীদের আসা চা - ই - চাই।

ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় প্রকাশ্যে ছাত্রীকে খুনের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় প্রকাশ্য রাস্তায় অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলায় কোপ মেরে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠলো স্থানীয় এক যুবকের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার বিকেল তিনটে নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটে পুরাতন মালদা থানার মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের আট মাইল এলাকায়। রক্তাক্ত ছাত্রী ও তার সহপাঠীদের চিৎকার শুনে আশেপাশের গ্রামবাসীরা ছুটে আসেন। অভিযুক্ত যুবককে ধাওয়া করলে এলাকা থেকে পালিয়ে যায় সে। এরপরেই সংকটজনক অবস্থায় ওই ছাত্রীকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন ওই ছাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। জরুরি অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।

এদিকে দিনে দুপুরে এমন ঘটনার জেরে চরম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে পুরাতন মালদার আট মাইল এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জখম ছাত্রীর নাম সুদীপা স্বর্ণকার (১৩)। সে আট মাইল এলাকার একটি

বেসরকারি বাংলা মিডিয়ামের অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত। ওই ছাত্রীর বাড়ি গোয়ালপাড়া এলাকায়। এদিন স্কুল ছুটির পর কয়েকজন সহপাঠীদের সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল ওই ছাত্রী। সেই সময় অভিযুক্ত যুবক আচমকায় চাকু নিয়ে ওই ছাত্রীর ওপর হামলা চালায়। প্রকাশ্য রাস্তায় ওই ছাত্রীর গলা কেটে এলোপাথাড়ি কোপ মারতে থাকে। এরপরই অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

এদিকে এই হামলার ঘটনার পর ওই এলাকায় পৌঁছয় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ।

অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারী যুবকের নাম উজ্জ্বল মণ্ডল (২৩)। তার বাড়ি ওই বেসরকারি স্কুলের পাশেই। দীর্ঘদিন ধরেই ওই ছাত্রীকে ছেলেটি উত্যক্ত করছিল। ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করাতেই এই হামলার ঘটনাটি ঘটেছে বলেও প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ।

আহত ছাত্রীর এক সহপাঠী ছায়া বর্মন পুলিশকে জানিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই উজ্জ্বল মণ্ডল নামে এক যুবক সুদীপাকে বিরক্ত করছিল। প্রেমের প্রস্তাব দেওয়া থেকে শুরু করে রাস্তাঘাটে নানাভাবে উত্যক্ত করছিল। এই ঘটনায় সুদীপা প্রতিবাদ করেছিল। এদিন স্কুল ছুটির পর কয়েকজন মিলেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তারা। ওই যুবক জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। আচমকা সুদীপাকে ধরে গলায় এলোপাথাড়ি চাকু দিয়ে কোপ মারতে থাকে। তাদেরচিৎকার শুনে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে।

ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সায়নি সাহা বলেন, 'অভিযুক্ত ছেলেটির বাড়ি স্কুলের পাশেই । ওই ছাত্রীটিকে কয়েকদিন ধরে বিরক্ত করছিল। তারই প্রতিবাদ করেছিল সুদীপা। পুলিশকে অভিযোগ জানিয়েছি।' পুলিশ সিসিটিভির ফুটেজ তদন্তের জন্য নিয়ে গিয়েছে।

স্কুল থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে এই ঘটনায় প্রবল আতঙ্ক তৈরি হয়েছে পড়ুয়া ও অভিভাবক মহলে।

রাম মন্দির উদ্বোধনে আমন্ত্রিত কে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে সামিল হতে আমন্ত্রণ পেয়েছেন বুদবুদের ভরতপুরের বাসিন্দা নিত্যানন্দ পুরি। মঙ্গলবার তাঁকে পানাগড়ের লক্ষী নারায়ণ মন্দিরে সংবর্ধনা জানান পানাগড়ের বাসিন্দারা। একই সঙ্গে তাঁর দুই সহযোগী সন্ন্যাসী মণ্ডল ও তপন কুমার মণ্ডলকেও সংবর্ধনা জানানো হয়। মঙ্গলবার তাঁরা পানাগড় থেকে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এদিন সংবাদমাধ্যমের সামনে তাঁরা ১৯৯০ সালের ঘটনার কথা তুলে ধরে তাঁরা জানান, ওই দিন তাঁরা ট্রেন থেকে নেমে অযোধ্যার পথে এগোতেই পুলিশ তাদের কী ভাবে গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে যায়। তবে তাঁরা ভরসা ছাড়েননি। তাঁদের আশা ছিল, একদিন তাঁদের উত্তরসূরিরা অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন। সেই ভরসা আজ সফল হতে দেখছেন তাঁরা। আগামী ২২ তারিখ অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন হবে। সেই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সামিল হতে পারবেন বলে খুশি সকলে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একই ভাবে বিভিন্ন স্তরের মানুষদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড
রেজি.অফিস: ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০০২২
দূরভাষ : (০৩৩) ২২২৩৩০৯৪, ই-মেল: periatea@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট : www.periatea.com
CIN : L01132WB1913PLC220832

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত	৩০.০৯.২০২৩ অনিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২২ অনিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২২ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১,৭৭৯.৪১	১,৩২০.৭৮	১,৩৬৪.৩৬	৪,২১০.৪১	৩,৯৮০.৭০	৫,১৫৩.৫৬
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	৯০.৬৭	(১৩৩.৮৩)	৩.৭৩	১৯২.২২	(১৯৭.৪৩)	(৩১৫.৭৫)
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৯০.৬৭	(১৩৩.৮৩)	৩.৭৩	১৯২.২২	(১৯৭.৪৩)	(৩১৫.৭৫)
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৮১.৯৩	(১১২.৭১)	৩.৪৪	১৬৫.০৭	(১৯৯.৮০)	(৩৩৫.৬২)
৫	অচলতি কার্যাদি						
	কর পূর্ব অচলতি কার্যাদি থেকে সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি)	৬.১৭	(০.৩২)	(০.২৭)	৬.১৭	(০.৩৪)	(০.৬৪)
	কর পরবর্তী অচলতি কার্যাদি থেকে সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি)	৬.১৭	(০.৩২)	(০.২৭)	৬.১৭	(০.৩৭)	(০.৭২)
৬	কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) - চলতি এবং অচলতি কার্যাদি	৮৮.১০	(১১৩.০৩)	৩.১৭	১৭১.২৪	(২০০.১৭)	(৩৩৬.৩৪)
৭	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	৮২.৫২	(৯৯.৮৭)	২.০৯	১৮৬.৬৪	(১৯৪.০৫)	(৩৫৩.২৫)
৮	ইকুইটি শেয়ার মূলধন (১০/- টাকা প্রতিটি)	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯
৯	রিজার্ভ (পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্সশীটে প্রদর্শিত মতো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে রিজার্ভ)						১৭,৮৭১.৮২
১০	শেয়ার প্রতি আয় ১০/- টাকা প্রতিটির						
	মৌলিক - চলতি কার্যাদি	২.৬৫	(৩.৬৪)	০.১১	৫.৩৩	(৬.৪৬)	(১০.৮৪)
	মিশ্রিত - চলতি কার্যাদি	২.৬৫	(৩.৬৪)	০.১১	৫.৩৩	(৬.৪৬)	(১০.৮৪)
	মৌলিক - অচলতি কার্যাদি	০.২০	(০.০১)	(০.০১)	০.২০	(০.০১)	(০.০২)
	মিশ্রিত - অচলতি কার্যাদি	০.২০	(০.০১)	(০.০১)	০.২০	(০.০১)	(০.০২)

দ্রষ্টব্য :-
১. উপরিউক্ত অনিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা ১৬ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে পরিচালন পর্ষদের সভায় পর্যালোচিত এবং ১৬ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখের সভায় বোর্ড অফ ডিরেক্টরস কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
২. দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড (স্ট্যান্ডঅ্যালোন তথ্য) -এর অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল :

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত	৩০.০৯.২০২৩ অনিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২২ অনিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২২ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১,৭৭৯.৪১	১,৩২০.৭৮	১,৩৬৪.৩৬	৪,২১০.৪১	৩,৯৮০.৭০	৫,১৫৩.৫৬
২	কর পূর্ববর্তী সাধারণ কার্য থেকে নিট লাভ/(ক্ষতি)	৯০.৬৭	(১৩৩.৮২)	৩.৭৩	১৯২.২২	(১৯৭.৪৩)	(৩১৫.৭৫)
৩	কর পরবর্তী সাধারণ কার্য থেকে নিট লাভ/(ক্ষতি)	৮১.৯৩	(১১২.৭০)	৩.৪৩	১৬৫.০৭	(১৯৯.৮০)	(৩৩৫.৬২)

৪. উপরোক্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা হয়েছে সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-এর রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যথা www.nseindia.com -তে পাওয়া যাবে। একই ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.periatea.com -তেও উপলব্ধ হবে।

দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোং লিঃ-র পক্ষে
স্বা/-
(এল. এন. বাঙ্গুর)
চেয়ারম্যান
DIN: 00012617

স্থান: হায়দরাবাদ
তারিখ: ১৬.০১.২০২৪

জয়দেবে বাউল কীর্তনের সঙ্গে সাহিত্যের অনুষ্ঠান

মিলন গোস্বামী

বীরভূম: দ্বিতীয় দিনে জমে উঠেছে জয়দেব মেলা। মকর সংক্রান্তির দিন প্রায় ১ লক্ষ পুণ্যার্থী এসেছিলেন অজয় পাড়ে রাধা বিনোদ মন্দিরে। দ্বিতীয় দিনেও জয়দেব পদ্মাবতী আশ্রম সংলগ্ন কদম্বখণ্ডির ঘাটে পা ফেলার জায়গা নেই। বিনিদ্র রাত্রি যাপনের পর ভক্তবৃন্দ মঙ্গলবার দুপুরে ব্যস্ত আখড়ায় পংক্তি ভোজনে। সকাল দশটায় একদিকে ভক্তি ভবনে চলছে সাহিত্য বাসর। বীরভূম সাহিত্য পরিষদের তত্ত্বাবধানে জয়দেব অঞ্চল সংস্কৃতি সেবা কেন্দ্রর সহযোগিতায় এবং দেউল পত্রিকার আয়োজনে সারাদিনব্যাপী চলল সাহিত্যের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে হাজির কবি অরুণ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে এ মান্নাফ স্মৃতি পুরস্কার পেলেন পরিচালক ও কবি বাপ্পাদিত্য চট্টোপাধ্যায় এবং আশানন্দন স্মৃতি পুরস্কার পেলেন কবি অসিকার রহমান। অন্যদিকে বিভিন্ন আশ্রম ও আখড়ায় চলছে বাউল ও কীর্তন গান। সরকারি

মঞ্চে সাহিত্য সভার পাশাপাশি চলছে বাউল কীর্তন গানের আসর। রাধা বিনোদ মন্দিরে ভক্তদের ভিড় আজও চোখে পড়ার মতো, সর্বত্রই চলছে বীরভূম পুলিশের কড়া নজরদারি।

সিউড়ি পীরতলা ঈদগাহ ময়দান সংলগ্ন গঞ্জেলস্কর অলির দরগা শরীফে হযরত পীর শাহ মহম্মদ ইসমাইল এর সিদ্ধি লাভ উপলক্ষে উরস উৎসব।

কিরণ ব্যাপার লিমিটেড
রেজিঃ অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০ ০২২
দূরভাষ: (০৩৩) ২২২৩-০০১৬/১৮, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২২৩ ১৫৬৯, ই-মেল : kvl@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট : www.lnbgroup.com
CIN : L51909WB1995PLC071730

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায় উল্লিখিত ব্যতীত)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৩ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২,৬৭২.৭৭	৬৮১.৯২	১,৮৪৪.১৪	৫,৭৫৬.৬৩	৩,৭৩৪.৪৯	৪,৪৫৫.৫৪	৩,০৫১.৭৬	১,০৭২.২৪	২,১৪৯.৬২	৬,৮৩৬.১০	৪,৬৭০.১৪	৬,৭২৮.৪৯
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর ও ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	২,০০৮.০৪	২৩৩.৪০	১,২৪৪.৩৮	৪,১৫৯.৮২	২,৪৫৫.৬০	২,৬৩৪.৬৪	১,৯৬১.২৭	৯৮৫.০২	১,৯৬২.০১	৫,৮০৩.৫৩	৪,৬২১.৬৫	৪,৬২২.৬৭
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	২,০০৮.০৪	২৩৩.৪০	১,২৪৪.৩৮	৪,১৫৯.৮২	২,৪৫৫.৬০	২,৬৩৪.৬৪	১,৯৬১.২৭	৯৮৫.০২	১,৯৬২.০১	৫,৮০৩.৫৩	৪,৬২১.৬৫	৪,৬২২.৬৭
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১,৫১৯.৫৭	২৮০.৪৭	১,১৫০.২৫	৩,৩৩১.৩৮	২,২৫০.৫৫	২,৩৪৮.৬৪	১,৩৩৫.১৬	৮৩৫.৯০	২,১২৫.১৭	৪,৬৩৮.৮৮	৪,০৩২.২৬	৩,৮৫৩.২৮
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	৪,৫২৪.৮৮	১,৭৯৬.০৫	২,২৫৫.১৯	১০,৯৬৭.০৭	৪,৪০১.৭৬	৪,০৫৮.৮৬	৭,৪৪১.৬১	৪,২১৫.৩১	৩,০৪৭.৩৪	২১,২৪২.৩৮	৫,৪৯১.১৮	৩,৭২৫.৫২
৬	ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ১০/- টাকা)	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮
৭	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকা) (চলতি ও অচলতি কাজের জন্য)												
	মৌলিক	৫.৫৭	১.০৩	৪.২২	১২.২১	৮.২৫	৮.৬১	৪.৯৫	৩.১০	৭.৮৮	১৭.১৯	১৪.৯৪	১৪.২৮
	মিশ্রিত	৫.৫৭	১.০৩	৪.২২	১২.২১	৮.২৫	৮.৬১	৪.৯৫	৩.১০	৭.৮৮	১৭.১৯	১৪.৯৪	১৪.২৮

দ্রষ্টব্য -
১. উপরের আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা সমীক্ষিত এবং ১৬ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখের সভায় কিরণ ব্যাপার লিমিটেডের ('দি কোম্পানি') পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত ও নথিভুক্ত। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ উপরোক্ত ফলাফলের উপর সীমিত পর্যালোচনা করেছেন।
২. কোম্পানির আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্ ('ইন্ড এএস') অনুসারে, কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্) রুলস, ২০১৫-এর সঙ্গে পঠিত কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ('দ্য অ্যাক্ট')-এর সেকশন ১৩৩ অধীনে প্রজ্ঞাপিত, যা কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্) রুলস, ২০১৫ (অ্যামেন্ডমেন্ট) দ্বারা সংশোধিত মতো।
৩. উপরের ফর্ম্যাট ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের নির্যাস, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com -এ পাওয়া যাবে। এইটি কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.lnbgroup.com -তেও পাওয়া যাবে।

পর্ষদের পক্ষে
কিরণ ব্যাপার লিমিটেড-এর পক্ষে
এল. এন. বাঙ্গুর
চেয়ারম্যান
DIN: 00012617

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৬ জানুয়ারি, ২০২৪

আদিবাসী ক্যালেন্ডারে শেষ ও শুরুতেই তিরন্দাজির পরীক্ষা

ভেজা বিন্দা উৎসবেই গ্রামের বীর নির্বাচন

সৈয়দ মফিজুল হোদা ● বাঁকুড়া

আদিবাসী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মকর সংক্রান্তির দিন শেষ হয় বছর। মঙ্গলবার থেকে শুরু নতুন বছর। তীরন্দাজ পরীক্ষার মাধ্যমে বছরের শেষ ও শুরুতে গ্রামের শ্রেষ্ঠ বীরকে নির্বাচনের পদ্ধতি শত শত বছর ধরে চলে আসছে আদিবাসী সমাজে। সময়ের বিবর্তনে সেই পদ্ধতি এখন পরিণত হয়েছে আদিবাসী সমাজের বিশেষ একটি উৎসবে। স্থানীয় ভাষায় যে উৎসবের নাম ভেজা বিন্দা উৎসব।

একসময় আদিবাসী মানুষরা ছিলেন অরণ্যচারী। চাষাবাদের কৌশল সে ভাবে রপ্ত করতে না পারায় জঙ্গলের পশু শিকারই ছিল তাঁদের মূল জীবিকা। জঙ্গলের মাঝে মাঝে থাকা ছোট ছোট গ্রামে বসবাসকারী আদিবাসী মানুষের জীবনের প্রতি মুহূর্তে ছিল সাপের হাতে প্রাণ হারানোর আশঙ্কা। গহন অরণ্যের সাপের হাত থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য অরণ্যচারী আদিবাসী মানুষের হাতে অন্যতম অস্ত্র ছিল তির ধনুক। এই তির ধনুকে যে যত পারদর্শী সে তত বড় বীর হিসাবে গণ্য হত। বছরের শুরুতেই গ্রামের সেই শ্রেষ্ঠ বীর নির্বাচনের প্রক্রিয়া সেরে ফেলতেন গ্রামের মানুষ।

কোনও নির্বাচন বা মনোনয়ন নয়, তিরন্দাজির কঠিন পরীক্ষা দিয়ে এই বীরত্বের প্রমাণ দিতে হত ওই বীরকে। আদিবাসীদের তিরন্দাজিতে বীরত্বের এই প্রমাণ দেওয়ার পদ্ধতির নাম ভেজা বিন্দা। মকর সংক্রান্তির বিকেলে অথবা পরের দিন সকালে গ্রামের সমস্ত মানুষ জড়ো হতেন গ্রাম লাগোয়া একটি ফাঁকা মাঠে। সেখানে পুজো অর্চনা করে আগে থেকেই একটি কলা গাছ বা ভ্যারেন্ডা গাছের ডাল পুঁতে রাখা হয়। নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে সেই কলা গাছ বা ভ্যারেন্ডা গাছের ডালকে তিরের সাহায্যে লক্ষ্যভেদ করাই লক্ষ্য হয় গ্রামের মানুষের। সার দিয়ে সকলেই চেষ্টা করেন লক্ষ্যভেদের। কেউ লক্ষ্যভেদ করতে পারলেই তাঁর মাথায় ওঠে বীরের পালক। বীরের মাথায় আদিবাসীদের বিশেষ সম্মানের নতুন পাগড়ি পরিয়ে দেন গ্রামের মাঝি বাবা। তারপর সেই বীরকে কাঁধে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় গ্রামের জগ মাঝির ঘরে। সেখানে সেই বীরের পা ধুইয়ে তাঁকে বাড়িতে স্বাগত জানান জগ মাঝির পরিবারের মহিলারা। তারপর তাঁকে খাইয়ে বিশেষ

সম্মান জানানো হয়। তিরন্দাজির মাধ্যমে নির্বাচিত ওই বীর নতুন বছর ভর বিশেষ সম্মান পান গ্রামে।

অতীতের শ্বাপদ সঙ্কুল জীবনযাত্রায় গোটা বছর গ্রাম রক্ষায় নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে হত এই বীরকে। শিকারেও নেতৃত্ব দিতে হত বীরকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীদের জীবনযাত্রায় বদল হয়েছে। বীরের সেই ভূমিকাও এখন গৌণ। কিন্তু তারপরও সংস্কৃতির পরম্পরায় আজও ভেজা বিন্দা রয়েছে আদিবাসী গ্রামগুলিতে। ভেজা বিন্দা রয়ে গিয়েছে নিছকই একটি আদিবাসী উৎসব হিসাবে। আদিবাসীদের দাবি, শুধু বীর নির্বাচন করাই এই ভেজা বিন্দার মূল উদ্দেশ্য তাই নয়, শাস্ত্রমতে বছরভর গ্রামকে নিরাপদ রাখতে ভেজা বিন্দার মধ্য দিয়ে বিনাশ করা হয় অশুভ শক্তির।